শীল

ইউনিট ৬

ভূমিকা

'শীল' শব্দের অর্থ সদাচার। কায়িক, বাচনিক ও মানসিক সংযমশীলতার অনুসরণই শীল। গৌতম বুদ্ধ মানব সমাজ ও তাঁর শিষ্যদের শৃঙ্খলাপূর্ণ সৎ জীবনযাপনের জন্য কিছু পালনীয় নীতিমালা প্রবর্তন করেছিলেন। এসব বিধিবদ্ধ নীতিমালার নাম শীল। পালি 'সীল' বা বাংলা 'শীল' শব্দের অর্থ হচ্ছে স্বভাব, চরিত্র, নিয়ম, শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা, আদর্শ জীবনগঠনের উপায়, শারীরিক বা মানসিক গঠন, অন্যের প্রতি সৎ ব্যবহার এবং চালচলন। প্রকৃতপক্ষে, চরিত্রগঠনের নিয়মাবলীকে 'শীল' বলা হয়। জ্ঞানী ব্যক্তিরা শীলে প্রতিষ্ঠিত হয়। যারা শীলে প্রতিষ্ঠিত তাদেরকে শীলবান বলা হয়। মেরুদণ্ডহীন ব্যক্তির যেমন দেহের কোনো মূল্য নেই তেমনি দুঃশীল বা চরিত্রহীন ব্যক্তির জীবনের কোনো মূল্য নেই। তাই বুদ্ধ শীলপালনের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছেন। শীল পালনের উদ্দেশ্য ও নিয়মাবলী, বিভিন্ন প্রকার শীল এবং শীল পালনের সুফল সম্পর্কে এখানে জানতে পারবেন।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ১ সপ্তাহ**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ	
পাঠ -৬.১ : শীলপালনের উদ্দেশ্য ও নিয়মাবলী পাঠ -৬.২ : শীলের গুরুত্ব পাঠ -৬.৩ : নৈতিক জীবন গঠনে শীলের প্রয়োজনীয়তা পাঠ -৬.৪ : প্রার্থনাসহ পঞ্চশীল (পালি ও বাংলা) পাঠ -৬.৫ : প্রার্থনাসহ অষ্টশীল (পালি ও বাংলা) পাঠ -৬.৬ : প্রার্থনাসহ দশশীল (পালি ও বাংলা)	গৌতম বুদ্ধ মানব সমাজ ও তাঁর শিষ্যদের শৃঙ্খলাপূর্ণ সৎ জীবনযাপনের জন্য কিছু পালনীয় নীতিমালা প্রবর্তন করেছিলেন। সেই চরিত্রগঠনের নিয়মাবলীকে 'শীল' বলা হয়। জ্ঞানী ব্যক্তিরা শীলে প্রতিষ্ঠিত হয়। যারা শীলে প্রতিষ্ঠিত তাদেরকে শীলবান বলা হয়। মেরুদণ্ডহীন ব্যক্তির যেমন দেহের কোনো মূল্য নেই, তেমনি দুঃশীল বা চরিত্রহীন ব্যক্তির জীবনের কোনো মূল্য নেই।

পাঠ-৬.১ শীলপালনের উদ্দেশ্য ও নিয়মাবলী

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- শীলবান কিংবা চরিত্রবান ব্যক্তির জীবন-আচরণ কীরূপ তা বলতে পারবেন।
- শীলপালনের উদ্দেশ্য কী লিখতে পারবেন।
- শীলপালনের মাধ্যমে কীভাবে সৎচরিত্র গঠন করা যায় তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- শীলপালনের নিয়মাবলী ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	**সংনমতা, শৃঙ্খলাপূর্ণ সৎজীবন, অবিনাশী সম্পদ, মুকুট সদৃশ চারিত্রিক, গুণাবলী, ধর্মময় উৎকৃষ্ট জীবন।**

চরিত্র এমন এক শক্তি, ব্যক্তিত্বের এমন একটি দিক যা ন্যায়নীতি ও নৈতিক জীবনাচরণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত। চরিত্র মানবজীবনের এক মহামূল্যবান অবিনাশী সম্পদ। মানুষের সব ধরনের সম্পদের মধ্যে চরিত্রই সর্বশ্রেষ্ঠ। চরিত্র মানব জীবনের গৌরব মুকুট। মুকুট যেমন সম্রাটের শোভা বর্ধন করে তেমনি চরিত্রও মানবজীবনের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। শীলপালনের উদ্দেশ্য কী জানেন ? ধর্মময় উৎকৃষ্ট জীবনগঠনের মাধ্যমে স্রোতাপত্তি, সকৃদাগামী, অনাগামী ইত্যাদি স্তর অতিক্রম করে নির্বাণ লাভ করার প্রচেষ্টাই শীল পালনের প্রধান উদ্দেশ্য। শীলপালনে চারিত্রিক গুণাবলী অর্জিত হয়। যেমন:

১. মানুষের কায়িক, বাচনিক ও মানসিক সংযমতা আসে।
২. চিত্ত লোভ, দ্বেষ, মোহ মুক্ত হয়ে শান্ত ও প্রফুল্ল থাকে।
৩. সকল প্রকার অশুভ চিন্তা দূর হয়।
৪. পারস্পরিক হিংসা বিদ্বেষ কিংবা বিবাদ দূর হয়।
৫. সকলের প্রতি সহানুভূতির মনোভাব সৃষ্টি হয়।
৬. মৈত্রী পরায়ণ চিত্ত গঠন হয়।
৭. সকল প্রকার পাপাচার হতে মুক্ত থাকা যায়।
৮. শৃঙ্খলা পরায়ণ এবং ন্যায়বান হওয়া যায়।
৯. অপরের জন্য আত্মোৎসর্গী করে তোলে।
১০. আধ্যাত্মিক এবং উন্নতজীবন গঠনে সহায়তা করে।

এসব গুণাবলী চরিত্রকে পবিত্র রাখে। এগুলো অর্জনের মাধ্যমে মানুষ চরিত্রবান হয়। চরিত্রবান ব্যক্তি সকলের প্রিয়। শীল পালনের মাধ্যমে সুন্দর চরিত্র গঠন করা সকলের কর্তব্য।

শীল পালনের নিয়মাবলী কী জানেন ? শীলপালনকারীকে কতগুলো নিয়ম মেনে চলতে হয়। নিয়মগুলো নিচে দেওয়া হলো-

১. প্রতিটি শীল সচেতনতার সাথে উৎসাহ সহকারে পালন করতে হবে।
২. আচার-আচরণে সংযমতা এবং পবিত্রতা বজায় রাখতে হবে।
৩. ধর্মের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা রাখতে হবে।
৪. সব সময় কুশল চিন্তা করতে হবে।
৫. সম্যক বা সৎ স্মৃতি জাগ্রত রাখতে হবে।
৬. মৈত্রীপরায়ণ হতে হবে।
৭. লোভ, দ্বেষ, মোহের বশীভূত হতে পারবে না।
৮. প্রশংসা বা বিদ্বেষের জন্য আনন্দিত বা উত্তেজিত হওয়া যাবে না।
৯. এমন কোনো কাজ করা যাবে না যা অন্যের ক্ষতি বা কষ্টের কারণ হয়।
১০. সাংসারিক চিন্তা ভাবনা ত্যাগ করে ধর্মচিন্তা ও ধর্মানুশীলন করতে হবে।

শীলপালনের সময় এসব নিয়মাবলী পালন করা প্রত্যেকের নৈতিক দায়িত্ব ও কর্তব্য। কারণ এগুলো পরিপূর্ণ এবং পরিশুদ্ধভাবে শীল পালনে সহায়তা করে। পরিপূর্ণ এবং পরিশুদ্ধভাবে শীল পালন করতে না পারলে শীলের সুফল লাভ করা যায় না।

সারসংক্ষেপ :

'শীল' সৎ চরিত্র ও মহৎ গুণাবলি অর্জনের দ্বার স্বরূপ। এর অর্থ-কায়িক, বাচনিক ও মানসিক সংযমতা তৈরি করে। যাঁরা যথাযথভাবে শীলপালন করেন তাঁদের বলা হয় শীলবান। মানবজীবনে সচ্চরিত্রের গুরুত্ব অপরিসীম, চরিত্র মানব জীবনে মহামূল্যবান সম্পদ। শীলবান নর-নারী সকলের প্রশংসার পাত্র। তাঁদের মন কলুষমুক্ত। কুপ্রবৃত্তি তাঁদের স্পর্শ করতে পারে না। তাঁরা সকল জীবের প্রতি দয়াশীল। শীল পালনে ইহকাল ও পরকাল উভয়ই সুখকর হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১ :

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। মানবজীবনের এক মহামূল্যবান অবিনাশী সম্পদ কী?

ক. ধর্ম খ. টাকা পয়সা

গ. জায়গা জমি ঘ. চরিত্র

২। শীলপালনে কি অর্জিত হয় ?

ক. ধন-সম্পদ খ. বাড়ি-গাড়ি

গ. চারিত্রিক গুণাবলী ঘ. কলুষতা

৩। শীলপালনের প্রধান উদ্দেশ্য কী ?

ক. প্রশংসা লাভ করা খ. নির্বাণ লাভ করা

গ. সুখ লাভ করা ঘ. পরকালের সুখ

৪। কারা সকলের প্রশংসার পাত্র ?

ক. প্রতিভাবান খ. নিষ্ঠাবান

গ. ধনবান ঘ. শীলবান নর-নারী

৫। কুপ্রবৃত্তি কাদের স্পর্শ করতে পারে না ?

ক. শীলবান খ. দুষ্কৃতিকারী

গ. ধনবান ঘ. অন্যায়কারী

৬। মানুষের সব ধরনের সম্পদের মধ্যে শ্রেষ্ঠসম্পদ হলো -

ক. বিনয় খ. চরিত্র

গ. আচরণ ঘ. নিজ কর্ম

৭। শীলপালনে মানুষের-

i. সকল প্রকার অশুভ চিন্তা দূর হয়

ii. সকল প্রকার ঘৃণা দূর হয়

iii. মনের বিদ্বেষ বৃদ্ধি পায়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. i ও ii

গ. i ও iii ঘ. i ii ও iii

উত্তরমালা : ১. ঘ, ২. গ, ৩. খ, ৪. ঘ, ৫. ক, ৬. খ, ৭. ঘ

পাঠ-৬.২ শীলের গুরুত্ব

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- শীলের প্রয়োজনীয়তা কতো বেশি তা জানতে পারবেন।
- নৈতিকতা প্রতিষ্ঠায় শীলের গুরুত্ব সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- আদর্শ সমাজ বিনির্মাণে শীলের ভূমিকা কতো ব্যাপক তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	**নৈতিক উৎকর্ষতা, সৎ আচরণ, প্রতিষ্ঠা, আশ্রয়, নিয়ামক, সাধনমার্গ।**

'শীল' হলো সৎ আচরণ যা নৈতিক উৎকর্ষতার ভিত্তি। কায়, বাক্য ও মনের রুক্ষতা ও কর্কশতা নিবারণ, উচ্ছৃঙ্খলতার অপসারণ, বধ-বন্ধন-প্রহার, আটক, চৌর্যবৃত্তি, ব্যভিচার, মিথ্যাকথন, পিশুন বাক্য, সম্প্রলাপ, পরুষবাক্য, নেশাদ্রব্য গ্রহণ প্রভৃতি থেকে বিরতই শীলের কার্য। শীলগুণ একজন ব্যক্তিকে আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে সাহায্য করে। অর্থাৎ, শীল হচ্ছে চরিত্রগঠনের নিয়ামক স্বরূপ যা পালনে নৈতিকতা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। শীল কীভাবে আদর্শ সমাজ বিনির্মাণে ভূমিকা রাখে বলতে পারবেন। যেহেতু শীলপালনে ব্যক্তি জীবন সুপ্রতিষ্ঠিত হয় আর সমাজ গঠিত হয় ব্যক্তি জীবন নিয়ে। তাই বলা যায় ব্যক্তি জীবনে শীলপালন করে আদর্শ সমাজ বিনির্মাণ করা যাবে।

যে কোনো শক্তিসাধ্য কর্ম পৃথিবীকে আশ্রয় করে বা পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে করা হয়, সেরূপ সাধক শীলকে আশ্রয় করে এবং শীল প্রতিষ্ঠিত হয়ে পঞ্চেন্দ্রিয়ের ভাবনা করেন। যেমন কোনো নগর-শিল্পী নগর নির্মাণ মানসে প্রথমে সেই স্থান পরিষ্কার করায়, খুঁটি-কণ্টক অপসারণ করায় এবং ভূমি সমতল করায়, এরপর রাস্তা ও চৌরাস্তার নক্সা ঠিক করে নগর নির্মাণ করে, সেরূপ সাধক শীলকে আশ্রয় করে পঞ্চেন্দ্রিয়ের ভাবনা করেন। কোনো উল্লম্ফনকারী স্বীয় ক্রীড়া দেখাবার মানসে পৃথিবী কর্ষণ করে, কাঁকর-পাথর অপসারণ করে এবং ভূমি সমতল করে কোমল মাটিতে ক্রীড়া প্রদর্শন করে, সেরূপ শীলকে আশ্রয় করে বা ভিত্তি করে সাধক শ্রদ্ধা ইন্দ্রিয়, বীর্য ইন্দ্রিয়, স্মৃতি ইন্দ্রিয়, সমাধি ইন্দ্রিয় ও প্রজ্ঞা ইন্দ্রিয়ের ভাবনা করেন। বুদ্ধ বলেন ; 'যদি কোনো ভিক্ষু শীলপালনের পরাঙ্মুখ হয়ে শতবর্ষ ত্রিপিটক শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন, তবে তাঁকে নরকে গমন করতে হবে।' অপর পক্ষে; 'পাত্র-চীবর ধারণ তারই শোভা পায় যার শীল সুনির্মল। শীলবান ব্যক্তির প্রব্রজ্যা জীবন সুখকর।' বুদ্ধ এ বিষয়ে আরো বলেছেন ;

সীলে পতিট্ঠায় নরো সপঞ্ঞো, চিত্তং পঞ্ঞঞং চ ভাবযং,
আতাপী নিপকো ভিক্খু, সো ইমং বিজটযে জটং'তি।

অর্থাৎ, যে জ্ঞানী ব্যক্তি শীলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে সমাধি ও প্রজ্ঞার উন্নতি সাধন করেন, সেই দৃঢ়বীর্য ও প্রতিভাবান ভিক্ষু তৃষ্ণারূপ জটা ছিন্ন করতে সক্ষম হন।

গৃহীদের পঞ্চশীল, উপোসথিকের অষ্টশীল, প্রব্রজিতের দশশীল, প্রাতিমোক্ষের নির্ধারিত ভিক্ষুদের ২২৭ প্রকার শীল ইত্যাদি প্রত্যেক প্রকার শীল তাঁদের স্ব-স্ব জীবনে প্রতিষ্ঠার একমাত্র ভিত্তি স্বরূপ। সেই সর্বোত্তম প্রাতিমোক্ষ শীলসমূহ ধরণীর ন্যায় প্রাণীগণের প্রতিষ্ঠা, কুশলকর্মের মূল এবং সমস্ত বুদ্ধশাসনের মুখ স্বরূপ। কেননা প্রাতিমোক্ষের শীলকে ভিত্তি করেই সাধনমার্গে অগ্রসর হতে হয় এবং নির্বাণ লাভের প্রবৃত্তি শীলের দ্বারাই রচিত হয়। এ থেকে শীলের গুরুত্ব যে কত বেশি তা অনুধাবন করা যায়।

সারসংক্ষেপ :

'শীল' নৈতিক উৎকসংতার ভিত্তি এবং চরিত্রগঠনের নিয়ামক স্বরূপ। শীল আদর্শ সমাজ বিনির্মাণে ভূমিকা রাখে। সকল প্রকার মন্দ স্বভাব দূর করে। যে কোনো শক্তিসাধ্য কর্ম পৃথিবীকে আশ্রয় করে বা পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে করা হয়, সেরূপ সাধক শীলকে আশ্রয় করে এবং শীল প্রতিষ্ঠিত হয়ে পঞ্চেন্দ্রিয়ের ভাবনা করেন। বুদ্ধ বলেন ; 'যদি কোনো ভিক্ষু শীলপালনের পরাঙ্মুখ হয়ে শতবর্ষ ত্রিপিটক শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন, তবে তাঁকে নরকে গমন করতে হবে।' অপর পক্ষে 'পাত্র-চীবর ধারণ তারই শোভা পায় যার শীল সুনির্মল। শীলবান ব্যক্তির পারিবারিক ও সামাজিক জীবন সুখকর হয়। প্রব্রজিত জীবনও সার্থক হয়।'

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২ :

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। শীল একজন মানুষকে কি হিসেবে গড়ে তুলে ?
ক. আদর্শ মানুষ খ. অত্যাচারী মানুষ
গ. অসৎ মানুষ ঘ. অধার্মিক মানুষ

২। সাধক কী আশ্রয় করে পঞ্চেন্দ্রিয়ের ভাবনা করেন ?
ক. দ্বেষ খ. লোভ
গ. মোহ ঘ. শীল

৩। শীলবান ব্যক্তির প্রব্রজ্যা জীবন কেমন হয় ?
ক. দুঃখকর খ. বেদনাকর
গ. সুখকর ঘ. কষ্টকর

৪। প্রাতিমোক্ষের নির্ধারিত ভিক্ষুদের কত প্রকার শীল ?
ক. ২২৭ টি খ. ২২৬ টি
গ. ২২৮ টি ঘ. ২২৫ টি

৫। কুশল কর্মের মূল কী ?
ক. প্রমাদ খ. শীল
গ. অশ্রদ্ধা ঘ. অন্যায়

৬। নৈতিক উৎকর্ষতার অন্যতম ভিত্তি -
ক. অলোভ খ. প্রব্রজ্যা জীবন
গ. বিনয় ঘ. শীল

৭। গৃহীরা পালন করে-
i. পঞ্চশীল
ii. অষ্টশীল
iii. দশশীল
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i খ. i ও ii
গ. ii ও iii ঘ. i ii ও iii

উত্তরমালা : ১. ক, ২. ঘ, ৩. গ, ৪. ক, ৫. খ, ৬. ঘ, ৭. ক

পাঠ-৬.৩ নৈতিক জীবন গঠনে শীলের প্রয়োজনীয়তা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- নৈতিকতা কী বলতে পারবেন।
- শীল ও নৈতিকতা পরস্পর সম্পর্কযুক্ত তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- নৈতিক জীবন গঠনে শীলের ভূমিকা কত বেশি তা বলতে পারবেন।
- নৈতিকতা মানব জীবনে অপরিহার্য অঙ্গ তা বুঝতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	**সুসংগঠিত জীবন, নৈতিক মূল্যবোধ, নীতিশাস্ত্র, আদর্শ মানব সমাজ।**

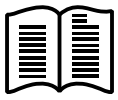

যে সব গুণ মানুষকে সত্যিকার অর্থে মহৎ করে তোলে, নৈতিকতা তাদের মধ্যে অন্যতম। নৈতিকতা মানব জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ স্বরূপ। সুষ্ঠু সামাজিক পরিস্থিতি, সুসংগঠিত জীবন, শান্তিপূর্ণ পরিবেশ ও সমৃদ্ধ জীবনের জন্য নৈতিক শিক্ষার পরিচর্যা অনুশীলন ও প্রয়োগের কোনো বিকল্প নেই বরং পরিপূর্ণ জীবন নিশ্চিত করতে প্রথম ও সর্বশেষ অপরিহার্য শর্ত হলো নৈতিক শিক্ষা। নৈতিক শিক্ষা মানুষের চেতনাকে জাগ্রত ও বোধকে শাণিত করে জ্ঞানকে করে স্বচ্ছ ও সমৃদ্ধ। সত্য ও সুন্দরের পূজারী হতে শেখায় এই নৈতিক শিক্ষা।

ধর্মের কল্যাণধর্মী মর্মবাণী অনুসরণ করা, মিথ্যাকে কায়-মনো-বাক্যে পরিহার করা, সত্য ও ন্যায়ের আদর্শে পরিচালিত হওয়া, সজ্ঞানে অন্যের ক্ষতি না করা, পরহিতব্রতে যথাসম্ভব নিজেকে সমর্পণ করা। এসবের মাধ্যমেই মানুষের জীবনের নৈতিক মূল্যবোধের উজ্জ্বল প্রকাশ ঘটে। এক কথায় নৈতিকতা বিবর্জিত মানুষ প্রকৃতিগত দিক দিয়ে কখনো মানুষ হয় না। কেউ মর্যাদা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে না, নৈতিক জীবন যাপনের মাধ্যমে মর্যাদা অর্জন করতে হয়। মানব চরিত্রে উৎকর্ষসাধনে বুদ্ধের শীল নীতির যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। এই নৈতিকতার প্রকাশ পায় শীল পালনের মাধ্যমে।

নৈতিক চরিত্রগঠনের সেই নিয়মগুলোকে বুদ্ধ শীল নাম দিয়েছেন। শীল পালনের মাধ্যমে মানবজীবন সফল ও সার্থক করে তোলা সম্ভব। এই শীলসমূহ শুধু বৌদ্ধদের জন্য পালনীয় বিষয় নয়, সমগ্র বিশ্ববাসীর পালনীয়। শীল আদর্শমানব সমাজ গড়ার অন্যতম হাতিয়ার এবং মানুষে-মানুষে, সমাজ ও রাষ্ট্রে সৌভ্রাতৃত্ব ও সৌহার্দ্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে সহায়ক। এক কথায় নৈতিক চরিত্র গঠনে শীলের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম ও অপরিহার্য।

সারসংক্ষেপ :

নৈতিক শিক্ষা মানুষের চেতনাকে জাগ্রত ও বোধকে শাণিত করে, জ্ঞানকে করে স্বচ্ছ ও সমৃদ্ধ। সত্য ও সুন্দরের পূজারী হতে শেখায় এই নৈতিক শিক্ষা। নৈতিক জীবন যাপনের মাধ্যমে মনুষ্যত্ব অর্জন করতে হয়। মানব চরিত্রে উৎকর্ষসাধনে শীলের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। নৈতিকতার প্রকাশ পায় শীল পালনের মাধ্যমে। সচ্চরিত্র গঠনের সেই নিয়মগুলোকে বুদ্ধ শীল নাম দিয়েছেন। সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য বৌদ্ধ নীতি আদর্শ উত্তম সমাজ গড়ার অন্যতম হাতিয়ার। এক কথায় নৈতিক চরিত্রগঠনে শীলের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম ও অপরিহার্য।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩ :

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। নৈতিকতা মানব জীবনের কী ?

ক. অর্থ স্বরূপ খ. অঙ্গ স্বরূপ

গ. সুখ স্বরূপ ঘ. কর্ম স্বরূপ

২। পরিপূর্ণ জীবন নিশ্চিত করতে প্রথম ও সর্বশেষ অপরিহার্য শর্ত কি ?

ক. নৈতিক শিক্ষা খ. অনৈতিক শিক্ষা

গ. নীতিবর্জিত শিক্ষা ঘ. নীতিহীন শিক্ষা

৩। নৈতিক শিক্ষা মানুষের চেতনাকে কী করে ?

ক. সুপ্ত খ. স্বচ্ছ

গ. জাগ্রত ঘ. সমৃদ্ধ

৪। বুদ্ধ প্রবর্তিত নৈতিকতা কোনটি ?

ক. সমাধি খ. প্রজ্ঞা

গ. শীল ঘ. বীর্য

৫। নৈতিকতার প্রকাশ পায় কী পালনের মাধ্যমে?

ক. প্রমাদ খ. সমাধি

গ. অশ্রদ্ধা ঘ. শীল

৬। নৈতিক শিক্ষা মানুষের জ্ঞানকে -

ক. সমৃদ্ধ করে খ. মহৎ করে

গ. উন্নত করে ঘ. জাগ্রত করে

৭। মনুষ্যত্ব অর্জন করতে হয় -

i. নৈতিক জীবন যাপনের মাধ্যমে

ii. সত্য ও সুন্দর আচরণের মাধ্যমে

iii. ভদ্রতার মাধ্যমে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. i ও ii

গ. ii ও iii ঘ. i ii ও iii

উত্তরমালা : ১. খ, ২. ক, ৩. গ, ৪. গ, ৫. ঘ, ৬. খ, ৭.

পাঠ-৬.৪ প্রার্থনাসহ পঞ্চশীল (পালি ও বাংলা)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- পঞ্চশীল কাকে বলে বলতে পারবেন।
- পঞ্চশীল কেন পালন করা উচিত লিখতে পারবেন।
- পঞ্চশীল প্রার্থনা কিভাবে করতে হয় তা জানতে পারবেন।
- পালি এবং বাংলা ভাষায় পঞ্চশীল প্রার্থনা করতে পারবেন।
- পালি এবং বাংলা ভাষায় পঞ্চশীল লিখতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	**পঞ্চবিধ সদাচার, পঞ্চ নৈতিক শিক্ষা, নিত্য প্রতিপাল্য নিয়ম, পানাতিপাতা, আদিন্নাদানা, কামেসু মিচ্ছাচারা, মুসাবাদা, সুরামেরেয-মজ্জ-পমাদট্ঠানা।**

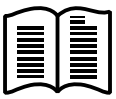

পঞ্চশীল হলো পঞ্চবিধ সদাচার পদ্ধতি, পঞ্চ নৈতিক শিক্ষা বা উপদেশ কিংবা পাঁচ প্রকার নৈতিক আচার-আচরণ। মূলত বুদ্ধ প্রবর্তিত বৌদ্ধ গৃহীদের নিত্য প্রতিপাল্য পাঁচটি নিয়ম বা নীতিকে পঞ্চশীল বলা হয়। আদর্শ ও উন্নত জীবন তথা আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠায় পঞ্চশীল পালন করা সকল মানুষের একান্ত কর্তব্য।

পঞ্চশীল প্রার্থনা কীভাবে করতে হয় জানেন ? বৌদ্ধ বিহারে কিংবা ঘরে ভিক্ষুর সামনে সুন্দরভাবে উপবেশন করে দুহাত জোড় করে পবিত্র মনে সংক্ষেপে ত্রিরত্ন বন্দনা, ভিক্ষুবন্দনা করার পর তিনবার পঞ্চশীল প্রার্থনা করতে হয়। পঞ্চশীল প্রার্থনা পালি ভাষায় করতে হয়। বুদ্ধের ধর্মোপদেশ যে ভাষায় রক্ষিত সে ভাষাকে 'পালি ভাষা' বলা হয়।

পালি ভাষায় পঞ্চশীল প্রার্থনা

ওকাস, অহং ভন্তে, তিসরণেন সদ্ধিং পঞ্চসীলং ধম্মং
যাচামি অনুগ্গহং কত্বা সীলং দেথ মে ভন্তে।
দুতিযম্পি অহং ভন্তে, তিসরণেন সদ্ধিং পঞ্চসীলং
ধম্মং যাচামি অনুগ্গহং কত্বা সীলং দেথ মে ভন্তে।
ততিযম্পি অহং ভন্তে, তিসরণেন সদ্ধিং পঞ্চসীলং
ধম্মং যাচামি অনুগ্গহং কত্বা সীলং দেথ মে ভন্তে।

পঞ্চশীল প্রার্থনার বাংলা অনুবাদ

ভন্তে, অবকাশ প্রদান করুন। আমি ত্রিশরণসহ পঞ্চশীল যাচনা করছি। ভন্তে, অনুগ্রহ করে আমাকে শীল প্রদান করুন। দ্বিতীয়বার, আমি ত্রিশরণসহ পঞ্চশীল যাচনা করছি। ভন্তে, অনুগ্রহ করে আমাকে শীল প্রদান করুন। তৃতীয়বার, আমি ত্রিশরণসহ পঞ্চশীল যাচনা করছি। ভন্তে, অনুগ্রহ করে আমাকে শীল প্রদান করুন।

পালি ভাষায় পঞ্চশীল

১. পাণাতিপাতা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযামি।
২. আদিন্নাদানা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযামি।
৩. কামেসু মিচ্ছাচারা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযামি।
৪. মুসাবাদা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযামি।
৫. সুরামেরয-মজ্জ-পমাদট্ঠানা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযামি।

পঞ্চশীলের বাংলা অনুবাদ

১. প্রাণীহত্যা হতে বিরত থাকার শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।

২. অদত্ত বস্তু (চৌর্যবৃত্তিমূলক) গ্রহণ হতে বিরত থাকার শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।
৩. অবৈধ কামাচার বা ব্যাভিচার হতে বিরত থাকার শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।
৪. মিথ্যাবাক্য বলা হতে বিরত থাকার শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।
৫. সুরা-মদ জাতীয় (নেশাজাতীয়) দ্রব্য সেবন ও প্রমাদ হতে বিরত থাকার শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।

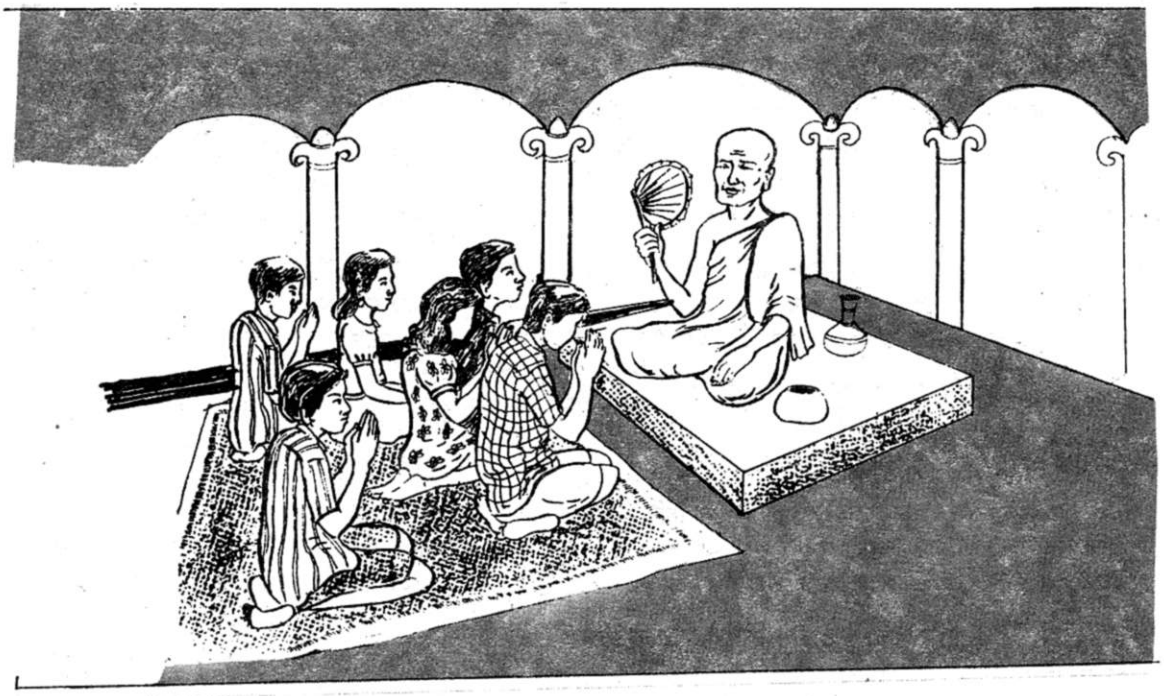

পঞ্চশীল গ্রহণরত বালক-বালিকা

সারসংক্ষেপ :

মহামানব গৌতম বুদ্ধ প্রবর্তিত বৌদ্ধ গৃহীদের নিত্য প্রতিপাল্য পাঁচটি নিয়ম বা নীতিকে 'পঞ্চশীল' বলা হয়। এই পাঁচটি নীতি হলো প্রাণিহত্যা না করা, অদত্তবস্তু গ্রহণ না করা, মিথ্যাকামাচার না করা, মিথ্যা কথা না বলা, সুরা জাতীয় মাদক দ্রব্য সেবন না করা। আদর্শ ও উন্নত জীবন তথা আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠায় পঞ্চশীল পালন করা সকল মানুষের একান্ত কর্তব্য। এতে ব্যক্তিজীবন, পারিবারিক ও সামাজিক জীবন এবং রাষ্ট্রীয় জীবন সুন্দর ও নিরাপদ হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪ :

শব্দার্থ

ওকাস - অবকাশ, সুযোগ, সময়, অনুমতি ইত্যাদি প্রদান; অহং - আমি; তিসরণে - ত্রিশরণ; সদ্ধিং - সাথে; সীলং -শীল; পাণাতিপাতা – প্রাণীহত্যা; আদিন্নাদানা - অদত্ত বস্তু (চৌর্যবৃত্তিমূলক); কামেসু মিচ্ছাচারা - অবৈধ কামাচার বা ব্যাভিচার; মুসাবাদা - মিথ্যাবাক্য; সুরামেরয-মজ্জ-পমাদট্ঠানা - সুরা-মদ জাতীয় (নেশাজাতীয়) দ্রব্য; বেরমণী-বিরতি; সিক্খাপদং - শিক্ষাপদ।

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। পঞ্চশীলে কয়টি নীতি আছে?

ক. পাঁচটি খ. আটটি

গ. দশটি ঘ. সাতটি

২। পঞ্চশীল কাদের প্রতিপাল্য বিষয় ?

ক. সন্ন্যাসীদের খ. গৃহীদের

গ. অধার্মিকদের ঘ. পাপীদের

৩। পঞ্চশীল কোন ভাষায় উচ্চারণ করা হয়?

ক. বাংলা ভাষায় খ. ইংরেজি ভাষায়

গ. পালি ভাষায় ঘ. আরবি ভাষায়

৪। পঞ্চশীল প্রার্থনায় প্রথমে যা করতে হয়-

ক. মৈত্রী ভাবনা খ. শমথ ভাবনা

গ. বুদ্ধকে বন্দনা ঘ. ত্রিরত্নের শরণ

৫। পঞ্চশীল প্রার্থনা কয় বার করতে হয় ?

ক. দুবার খ. তিনবার

গ. চারবার ঘ. পাঁচবার

৬। পঞ্চশীলে কয়টি সদাচার পদ্ধতি রয়েছে-

ক. পঞ্চবিধ খ. দশবিধ

গ. সপ্তবিধ ঘ. অষ্টবিধ

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৭নং প্রশ্নে উত্তর দিন।

বি এন প্রত্যয় বড়ুয়া নীতিবান, আদর্শবান এবং বিনয়ী ছাত্র। সবাই তাকে আদর ও স্নেহ করে। কারণ সে প্রতিদিন সকাল এবং সন্ধ্যায় একাগ্রচিত্তে এক ধরনের শীলপালন করে।

৭। বি এন প্রত্যয় বড়ুয়া কি ধরনের শীলপালন করে -

i. অষ্টশীল

ii. পঞ্চশীল

iii. গৃহীশীল

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. i ও ii

গ. ii ও iii ঘ. i ii ও iii

উত্তরমালা : ১. ক, ২. খ, ৩. গ, ৪. ঘ, ৫. খ, ৬. ক, ৭. গ

পাঠ-৬.৫ প্রার্থনাসহ অষ্টশীল (পালি ও বাংলা)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- অষ্টশীল কী বলতে পারবেন।
- অষ্টশীল প্রার্থনা কিভাবে করতে হয় তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- পালি এবং বাংলা ভাষায় অষ্টশীল প্রার্থনা করতে পারবেন।
- পালি এবং বাংলা ভাষায় অষ্টশীল লিখতে পারবেন।
- অষ্টশীলের বাংলা অনুবাদ করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	**উপোসথশীল, অষ্টাঙ্গ সমন্বিত, ব্রহ্মচর্য, ধর্মময় উৎকৃষ্ট জীবন।**

ভগবান বুদ্ধ গৃহীদের প্রতি অমাবস্যা, পূর্ণিমা এবং অষ্টমী তিথিতে শ্রদ্ধার সঙ্গে আটটি নিয়ম বা নীতি পালনের নির্দেশ দিয়েছেন। এ আটটি নিয়ম বা নীতিকে 'অষ্টশীল' বলা হয়। সাধারণত ধর্মময় উৎকৃষ্ট জীবন যাপনের জন্যই অষ্টশীল পালন করা হয়। গৃহী বৌদ্ধরা সচরাচর পঞ্চশীল পালনে সচেষ্ট থাকেন। কিন্তু এ তিথি বা দিনসমূহে তাঁরা আরো তিনটি শীল বেশি পালন করেন। অর্থাৎ, মোট আটটি শীল পালন করেন। এ সব তিথি ছাড়াও অষ্টশীল পালন করা যায়। পঞ্চশীল পালনকারীদের সাংসারিক যাবতীয় কাজ কর্ম করতে বাধা নেই। কিন্তু অষ্টশীল পালনকারীরা তা করতে পারেন না। অষ্টশীল পালনের মাধ্যমে ব্রহ্মচর্য পালন, বিকেল ভোজন হতে বিরত, নৃত্য গীতবাদ্য, উৎসবাদি দর্শন, মাল্যধারণ সুগন্ধি দ্রব্য লেপন, মণ্ডিত ও বিভূষিত হওয়া থেকে তাঁদের সম্পূর্ণ বিরত থাকতে হয়। সাংসারিক চিন্তাভাবনা ত্যাগ করে সর্বদা ধর্মচিন্তা সহকারে শীল পালন করতে হয়। এ কারণে পঞ্চশীলকে গৃহীশীল, আর অষ্টশীলকে উপোসথশীল বলে।

বৌদ্ধ বিহারে কিংবা ঘরে ভিক্ষুর সামনে সুন্দরভাবে উপবেশন করে দু'হাত জোড় করে পবিত্র মনে সংক্ষেপে ত্রিরত্ন বন্দনা, ভিক্ষুর বন্দনা করার পর তিনবার অষ্টশীল প্রার্থনা করতে হয়। অষ্টশীল প্রার্থনাও পালি ভাষায় করতে হয়।

পালি ভাষায় অষ্টশীল প্রার্থনা

ওকাস, অহং ভন্তে, তিসরণেন সদ্ধিং অট্ঠঙ্গ সমান্নাগতং উপোসথ সীলং ধম্মং
যাচামি অনুগ্গহং কত্বা সীলং দেথ মে ভন্তে।
দুতিযম্পি অহং ভন্তে, তিসরণেন সদ্ধিং অট্ঠঙ্গ সমান্নাগতং উপোসথ সীলং
ধম্মং যাচামি অনুগ্গহং কত্বা সীলং দেথ মে ভন্তে।
ততিযম্পি অহং ভন্তে, তিসরণেন সদ্ধিং অট্ঠঙ্গ সমান্নাগতং উপোসথ সীলং
ধম্মং যাচামি অনুগ্গহং কত্বা সীলং দেথ মে ভন্তে।

অষ্টশীল প্রার্থনার বাংলা অনুবাদ

ভন্তে, অবকাশ প্রদান করুন। আমি ত্রিশরণসহ অষ্টাঙ্গ সমন্বিত উপোসথ শীল ধর্ম যাচনা করছি। ভন্তে, অনুগ্রহ করে আমাকে শীল প্রদান করুন।

দ্বিতীয়বার, আমি ত্রিশরণসহ অষ্টাঙ্গ সমন্বিত উপোসথ শীল ধর্ম যাচনা করছি। ভন্তে, অনুগ্রহ করে আমাকে শীল প্রদান করুন।

তৃতীয়বার, আমি ত্রিশরণসহ অষ্টাঙ্গ সমন্বিত উপোসথ শীল ধর্ম যাচনা করছি। ভন্তে, অনুগ্রহ করে আমাকে শীল প্রদান করুন।

পালি ভাষায় অষ্টশীল

১. পাণাতিপাতা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযামি।
২. আদিন্নাদানা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযামি।
৩. অব্রহ্মচরিযা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযামি।
৪. মুসাবাদা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযামি।
৫. সুরামেরয-মজ্জ-পমাদট্ঠানা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযামি।
৬. বিকাল ভোজনা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযামি।
৭. নচ্চ-গীত-বাদিত বিসুকদ্সন মালা-গন্ধ-বিলেপন- ধারণ- মন বিভূসনট্ঠানা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযামি।
৮. উচ্চসযনা মহাসযনা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযামি।

অষ্টশীলের বাংলা অনুবাদ

১. প্রাণীহত্যা হতে বিরত থাকার শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।
২. অদত্ত বস্তু (চৌর্যবৃত্তিমূলক) গ্রহণ হতে বিরত থাকার শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।
৩. অব্রহ্মচর্য হতে বিরত থাকার শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।
৪. মিথ্যাবাক্য বলা হতে বিরত থাকার শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।
৫. সুরা-মদ জাতীয় (নেশাজাতীয়) দ্রব্য সেবন ও প্রমাদ হতে বিরত থাকার শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।
৬. বিকাল ভোজন হতে বিরত থাকার শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।
৭. নৃত্য-গীতবাদ্য প্রভৃতি প্রমত্ত চিত্তে দর্শন, মালাগন্ধ বিলেপন ধারণ-মন্থন ও বিভূষিত হওয়া থেকে বিরত থাকার শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।
৮. উচ্চশয্যা, মহাশয্যা হতে বিরত থাকার শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।

সারসংক্ষেপ :

ভগবান বুদ্ধ গৃহীদের প্রতি অমাবস্যা, পূর্ণিমা এবং অষ্টমী তিথিতে শ্রদ্ধার সঙ্গে আটটি নিয়ম বা নীতি পালনের নির্দেশ দিয়েছেন। এ আটটি নিয়ম বা নীতিকে অষ্টশীল বলা হয়। আটটি নিয়ম বা 'অষ্টশীল' হলো প্রাণিহত্যা না করা, অদত্তবস্তু গ্রহণ না করা, ব্রহ্মচর্য পালন করা, মিথ্যা কথা না বলা, সুরা মেরেয় মাদক জাতীয় দ্রব্য সেবন না করা, বিকেল ভোজন হতে বিরত, নৃত্য গীতবাদ্য, উৎসবাদি দর্শন, মাল্যধারণ সুগন্ধি দ্রব্য লেপন মণ্ডিত ও বিভূষিত হওয়া থেকে বিরত থাকা এবং উচ্চাসন-মহাসনে শয়ন না করা প্রভৃতি। সম্পূর্ণ বিরত থাকতে হয়। সাধারণত ধর্মময় উৎকৃষ্ট জীবন যাপনের জন্যই অষ্টশীল পালন করা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫ :

শব্দার্থ

অব্রহ্মচরিযা - অব্রহ্মচর্য (কামাচার, যৌনকর্ম তথা স্ত্রী সহবাস থেকে বিরত থাকা); নচ্চ-গীতবাদিত - নৃত্য গীত এবং বাদ্য; বিসুকদসসন - প্রমত্ত চিত্তে দর্শন; বিভূসনট্ঠনা - বিভূষিত হওয়া; উচ্চসযনা - উচ্চশয্যায় শয়ন, মহাসযনা - মহাশয্যায় শয়ন।

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। কয়টি নিয়ম বা নীতিকে 'অষ্টশীল' বলা হয় ?
ক. পাঁচটি খ. ছয়টি
গ. সাতটি ঘ. আটটি

২। অষ্টশীলকে কী বলে হয় ?
ক. গৃহীশীল খ. শ্রামণ্যশীল
গ. উপোসথশীল ঘ. প্রব্রজ্যাশীল

৩। কারা বিকেল ভোজন হতে বিরত থাকেন ?
ক. পঞ্চশীল পালনকারীরা খ. অষ্টশীল পালনকারীরা
গ. গৃহীশীল পালনকারীরা ঘ. সংসারধর্ম পালনকারীরা

৪। বিসুকদস্সন শব্দের অর্থ কী ?
ক. প্রমত্ত চিত্তে দর্শন খ. প্রমত্ত চিত্তে ভোজন
গ. প্রমত্ত চিত্তে গমন ঘ. প্রমত্ত চিত্তে শয়ন

৫। পঞ্চশীলের অপর নাম কী ?
ক. শ্রামণ্যশীল খ. উপোসথশীল
গ. প্রব্রজ্যাশীল ঘ. গৃহীশীল

৬। উপোসথ শীল বলা হয় -
ক. দশশীলকে খ. পঞ্চশীলকে
গ. অষ্টশীলকে ঘ. গৃহীশীল

৭। মুসাবাদা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযামি অর্থাৎ
i. মিথ্যাবাক্য বলা থেকে বিরত থাকার শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।
ii. প্রাণীহত্যা থেকে বিরতি থাকার শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।
iii. বিকাল ভোজন হ তে বিরত থাকার শিক্ষাপেদ গ্রহণ করছি।
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i খ. ii
গ. ii ও iii ঘ. i ii ও ii

উত্তরমালা : ১. ঘ, ২. গ, ৩. খ, ৪. ক, ৫. ঘ, ৬. গ, ৭. ক

পাঠ-৬.৬ প্রার্থনাসহ দশশীল (পালি ও বাংলা)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- দশশীল কাকে বলে লিখতে পারবেন।
- দশশীল কারা পালন করে তা বলতে পারবেন।
- পালি এবং বাংলা ভাষায় দশশীল প্রার্থনা করতে পারবেন।
- পালি এবং বাংলা ভাষায় দশশীল লিখতে পারবেন।
- দশশীলের বাংলা অনুবাদ করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	পব্বজ্জাদসসীলং, উপসম্পদা, দশশীলে দীক্ষা, সেখিয়া।

ভগবান বুদ্ধের নির্দেশিত শ্রামণ বা প্রব্রজিতদের প্রত্যহ প্রতিপাল্য দশটি নিয়ম বা নীতিকে 'দশশীল' বলা হয়। গৃহীরা সংসার ত্যাগ করে প্রব্রজিত হওয়ার সময় দশশীলে দীক্ষা নেন। ভিক্ষু বা উপসম্পদা লাভের পূর্ব পর্যন্ত তাঁরা দশশীল নিয়মিত পালন করেন। প্রব্রজিত শ্রামণগণ সেখিয়া ধর্মও শিক্ষা গ্রহণ করেন। শিক্ষণীয় নীতি বলেই এগুলোকে সেখিয়া বলে।

দশশীল প্রার্থনার জন্য শ্রামণকে ভিক্ষুর সামনে সুন্দরভাবে উপবেশন করে দুহাত জোড় করে সংক্ষেপে ত্রিরত্ন বন্দনা, ভিক্ষু বন্দনা করার পর দশশীল প্রার্থনা করতে হয়। অতঃপর ভিক্ষু শ্রামণকে দশশীল প্রদান করেন। দশশীল প্রার্থনাও পালি ভাষায় করতে হয়।

পালি ভাষায় দশশীল প্রার্থনা

ওকাস, অহং ভন্তে, তিসরণেন সদ্ধিং পব্বজ্জাদসসীলং ধম্মং
যাচামি অনুগ্গহং কত্বা সীলং দেথ মে ভন্তে।
দুতিযম্পি অহং ভন্তে, তিসরণেন সদ্ধিং পব্বজ্জাদসসীলং
ধম্মং যাচামি অনুগ্গহং কত্বা সীলং দেথ মে ভন্তে।
ততিযম্পি অহং ভন্তে, তিসরণেন সদ্ধিং পব্বজ্জাদসসীলং
ধম্মং যাচামি অনুগ্গহং কত্বা সীলং দেথ মে ভন্তে।

দশশীল প্রার্থনার বাংলা অনুবাদ

ভন্তে, অবকাশ প্রদান করুন। আমি ত্রিশরণসহ প্রব্রজ্যা দশশীল ধর্ম যাচনা করছি। ভন্তে, অনুগ্রহ করে আমাকে শীল প্রদান করুন।

দ্বিতীয়বার, আমি ত্রিশরণসহ প্রব্রজ্যা দশশীল ধর্ম যাচনা করছি। ভন্তে, অনুগ্রহ করে আমাকে শীল প্রদান করুন।

তৃতীয়বার, আমি ত্রিশরণসহ প্রব্রজ্যা দশশীল ধর্ম যাচনা করছি। ভন্তে, অনুগ্রহ করে আমাকে শীল প্রদান করুন।

পালি ভাষায় দশশীল

১. পাণাতিপাতা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযামি।
২. আদিন্নাদানা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযামি।

৩. অব্রহ্মচরিযা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযামি।
৪. মুসাবাদা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযামি।
৫. সুরামেরয-মজ্জ-পমাদট্ঠানা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযামি।
৬. বিকাল ভোজন বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযামি।
৭. নচ্চ-গীত-বাদিত বিসুকদসসনা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযামি।
৮. মালাগন্ধ বিলেপন ধারণ মন বিভূসনট্ঠনা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযামি।
৯. উচ্চসযনা মহাসযনা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযামি।
১০. জাতরূপ- রজত পটিগ্গহনা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযামি।

দশশীলের বাংলা অনুবাদ

১. প্রাণীহত্যা হতে বিরত থাকার শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।
২. অদত্ত বস্তু (চৌর্যবৃত্তিমূলক) গ্রহণ হতে বিরত থাকার শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।
৩. অব্রহ্মচর্য হতে বিরত থাকার শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।
৪. মিথ্যাবাক্য বলা হতে বিরত থাকার শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।
৫. সুরা-মদ নেশা জাতীয় দ্রব্য সেবন হতে বিরত থাকার শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।
৬. বিকাল ভোজন হতে বিরত থাকার শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।
৭. নৃত্য গীত বাদ্য প্রভৃতি প্রমত্ত চিত্তে দর্শন হতে বিরত থাকার শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি
৮. মালা গন্ধ বিলেপন ধারণ-মণ্ডন ও বিভূষিত হওয়া থেকে বিরত থাকার শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।
৯. উচ্চশয্যা, মহাশয্যা হতে বিরত থাকার শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।
১০. সোনা - রূপা ইত্যাদি (অর্থাৎ যেই দেশে যেই প্রকারের টাকা-পয়সা নোট প্রভৃতি প্রচলিত আছে তা) গ্রহণ হতে বিরত থাকার শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।

সারসংক্ষেপ :

ভগবান বুদ্ধের নির্দেশিত শ্রামণ বা প্রব্রজিতদের প্রত্যহ প্রতিপাল্য দশটি নিয়ম বা নীতিকে 'দশশীল' বলা হয়। গৃহীরা সংসার ত্যাগ করে প্রব্রজিত হওয়ার সময় দশশীলে দীক্ষা নেন। ভিক্ষু বা উপসম্পদা লাভের পূর্ব পর্যন্ত তাঁরা দশশীল নিয়মিত পালন করেন। প্রব্রজিত শ্রমণগণ সেখিয়া ধর্ম পালন করেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬ :

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। কয়টি নিয়ম বা নীতিকে 'দশশীল' বলা হয় ?
ক. দশটি খ. ছয়টি
গ. সাতটি ঘ. আটটি

২। গৃহীরা কখন দশশীলে দীক্ষা নেন ?
ক. গৃহীশীল পালন কালে খ. সংসার ত্যাগ করে প্রব্রজিত হওয়ার সময়
গ. সংসারের বন্ধন মুক্ত হয়ে ঘ. সংসারে অবস্থান করে

৩। কারা সোনা-রূপা গ্রহণ হতে বিরত থাকেন ?
ক. পঞ্চশীল পালনকারীরা খ. অষ্টশীল পালনকারীরা
গ. গৃহীশীল পালনকারীরা ঘ. দশশীল পালনকারীরা

৪। জাতরূপ- রজত শব্দের অর্থ কী ?

ক. গাড়ি-বাড়ি খ. জাতি

গ. সোনা-রূপা ঘ. খাদ্যদ্রব্য

৫। দশশীলের প্রার্থনা কোন ভাষায় করা হয় ?

ক. পালি খ. বাংলা

গ. হিন্দী ঘ. সিংহলী

৬। সেখিয়া কাদের শিক্ষনীয় বিচয়

ক. গৃহীদের খ. শ্রাবণদের

গ. ব্যবসায়িদের ঘ. ভিক্ষুদের

৭। প্রব্রজিতদের প্রতিদিন প্রতিপালন করতে হয় -

ক. সাতটি নিয়ম খ. ছয়টি নিয়ম

গ. দশটি নিয়ম ঘ. আটটি নিয়ম

৮। দশশীল গ্রহণের জন্য শ্রামণকে প্রার্থণা করতে হয় -

i. গৃহীর নিকট

ii. ভিক্ষুর নিকট

iii. উপাধ্যায়ের নিকট

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. ii ও iii ঘ. i ii ও iii

উত্তরমালা : ১. ক, ২. খ. ৩. ঘ, ৪. গ, ৫. ক, ৬. খ, ৭. গ, ৮. খ

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন-১

১. তথ্য ছক

ক্রমিক নং	বিষয়	যাদের জন্য প্রযোজ্য
১.	পঞ্চশীল	গৃহী
২.	অষ্টশীল	উপোসথকারী
৩.	দশশীল	শ্রামণ

ক. শীল বলতে কী বুঝ?

খ. শীলের গুরুত্ব তুলে ধর।

গ. প্রদর্শিত তথ্য ছকটি কাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. তথ্য ছকের সাথে তুমি একমত কিনা ? আলোচনা কর।

সৃজনশীল প্রশ্ন-২

নবনীতা বড়ুয়া তুলি একজন পুণ্যবতী মহিলা। তিনি গৃহীদের প্রতিপালনীয় শীলপালন করেন। তাঁর পিতা তাঁকে যথাসময়ে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করেন। তাঁর স্বামীও গৃহীদের প্রতিপালনীয় শীলপালন করেন। তারা উভয়ে সুখে দিন যাপন করেন।

ক. শীল পালনের উদ্দেশ কী?

খ. শীলপালনকারী নিয়ম সম্পর্কে আলোচনা কর।

গ. উদ্দীপকের ঘটনার সাথে পাঠ্য বইয়ে বর্ণিত কোন শীলের তুলনা করা হয়েছে-ব্যাখ্যা কর।

ঘ. নৈতিক জীবনযাপনে নবনীতা বড়ুয়া তুলি ও তাঁর স্বামী বুদ্ধ প্রদর্শিত কোন শীল প্রতিপালন করেন- আলোচনা কর।